SANATANODAYA सनातनोदय
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

শাস্ত্রসমূহ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত কতিপয় শ্লোকে উল্লিখিত 'ধর্ম' শব্দ : একটি সমীক্ষা

সোমনাথ পুরী
গবেষক ছাত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email- somnathpuri99@gmail.com
Jadavpur, Kolkata-700032

সারসংক্ষেপ

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনজীবনে এবং ভারতের স্বরূপ চিন্তনে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ ধর্মযুদ্ধের রণাঙ্গনে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* আবির্ভাব। ধর্ম এই শব্দটির বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক। গৌরব পরিহারের জন্য *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* কেবল সেইসব ক্ষেত্র উল্লিখিত হল যেখানে সাক্ষাৎ ভাবে ধর্ম শব্দ উল্লিখিত। সেই সকল শ্লোকগুলির সংখ্যা সর্ব সাকুল্যে অনধিক দশটি। এই ঐশী বাণী কেবল সেকালে নয় একালেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। কেবল স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিপ্লবের জন্য নয় বর্তমানে আমাদের দেশের সেনাবাহিনীদের জন্যও বটে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

সূচক শব্দ

ধর্ম, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,*

মহাভারতের অংশবিশেষ হলেও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই বিবেচিত। ক্ষেত্র রণাঙ্গনে যুগধর্মপালনের জন্য অর্জুনকে যুদ্ধে পুনঃপ্রবৃত্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশামৃত বর্ষণ করেছিলেন তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। ভারতীয় জনজীবনে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। ভারতীয় জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যেখানে গীতার আলোক বিচ্ছুরিত হয়নি। সমগ্র বিশ্বে তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* এতো জনপ্রিয়তা। বেদের নির্যাস উপনিষদ্ আর উপনিষদের সারভূত অংশ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। অমিতবুদ্ধি বেদব্যাস গীতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন– সকল উপনিষদ্ গোমাতা, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্তা, পার্থ অর্জুন গো বৎস সদৃশ আর জগতের ধীমান্ ব্যক্তিবর্গ সেই গীতারূপ অমৃতের ভোক্তা।[i] সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই* ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রসারিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-পরবর্তী সকল ধর্মীয় মতবাদই গীতার সমর্থনে পুষ্ট হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে রচিত। যুদ্ধের রণদামামার মধ্যে গীতার মতো সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গ্রন্থের রচনা এক পরম বিস্ময়ের। পথের সন্ধানে, কর্তব্য স্থিরীকরণে, আত্মোন্নতি সাধনে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নির্দেশ বলেই ভারতবর্ষ

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

মনে করে। গীতার উপদেশ ও দর্শন আধুনিক ভারতের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে চিত্রা কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' তে-

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।[ii]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুরণনও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* দেখতে পাই। অমৃতময়ী গীতা ভারত আত্মার বাণীমূর্তি। আবহমানকালের সনাতন ভারতবর্ষের সমস্ত সাধন পথের মহামিলনক্ষেত্র গীতা। বৈদান্তিক বা ঔপনিষদিক, বৈষ্ণব শাস্ত্র, পাশুপত শাস্ত্র -সকল সাধনধারার প্রয়াগ সঙ্গম গীতা। শ্রীভগবান তাই স্পষ্ট করেই বলেছেন- হে পার্থ! যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি সেভাবেই তাঁকে অনুগ্রহ করি। মানুষ সর্বতোভাবে আমার পন্থাই অনুসরণ করে।[iii] আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনজীবনে এবং ভারতের স্বরূপ চিন্তনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ ধর্মযুদ্ধের রণাঙ্গনে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* আবির্ভাব। ধর্ম এই শব্দটির বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক। এই ধর্মকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* আলোকে জানার পূর্বে অপরাপর সকলশাস্ত্রের উদ্গমস্থলরূপে বেদরাশি ও অন্যান্য শাস্ত্রের এই বিষয়ে মতও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বেদে ও উপনিষদে ধর্ম শব্দ :

বেদে ধার্মিক বিধি, ধার্মিক সংস্কার প্রভৃতি অর্থে ধর্মশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- 'ইমমঞ্জুস্পামুভয়ে অকৃন্বত ধর্মানগ্নিং বিদথস্য সাধনম্' (ঋক্, ১০১২.২)। দেবতার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আর্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। তাই বেদে যজ্ঞই মুখ্য ধর্ম বলে বিবেচিত হত- 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ (শুক্ল. যজু. ৩১.১৬)। *শুক্লযজুর্বেদে* ধর্ম শব্দ কখনো ধারণার্থে- 'মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরিধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্মণা বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য পরিধিরস্যাগ্নিরিড ঈরিতঃ'। (বাজ, সং. ২-৩)। কখনো বা ধারকার্থে 'বরুণৌ...

মিত্রা ধ্রুবেণ ধর্মণা' (বাজ.সং. ৫-২৭)। ধর্ম, ধার্মিক ক্রিয়াজনিত গুণবাচক অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। ধর্মের এই গুণগুলিই পরবর্তী ভারতীয় সমাজের ভিত্তি রূপে পরিগণিত হয়- 'ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ'।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ধর্মশব্দে সকল ধার্মিক ক্রিয়াকেই বোঝানো হয়েছে। *ছান্দোগ্য উপনিষদ্* যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানাদিক্রিয়া বোঝাতে ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করেছে। এই ক্রিয়াসমূহ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস-এই চতুরাশ্রমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। *তৈত্তিরীয়োপনিষদে* ধর্মশব্দ নিয়ম, আচার প্রভৃতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে- 'সত্যং বদ ধর্মং চর' (তৈত্তি, উপ. ২.২৩)।

স্মৃতিশাস্ত্রের আলকে ধর্ম :

স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্ম বলতে সদ্‌গুণাবলীকে বোঝানো হয়েছে। মহর্ষি মনু বলেছেন-

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেযং শৌচমিন্দ্রিযনিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্'।। (*মনুসংহিতা,* ৬.৯২)

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সদাচার অর্থে ধর্মশব্দটিকে গ্রহণ করেছেন-

'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিযমাত্মনঃ।

সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্'।। (*যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি,* ১.৭)

মনুসংহিতায় সজ্জন বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বিবেচনাপ্রসূত কর্মকেও ধর্ম বলেছেন-

'বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।

হৃদযেনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত'।। (*মনুসংহিতা,* ২.১)

বৈশেষিক ও পূর্ব মীমাংসায় ধর্ম শব্দঃ দর্শনের সূত্রসাহিত্যেও ধর্মের মনোরম পরিভাষা পাওয়া যায়। পূর্বমীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি ধর্মের বেদবিহিত পরক লক্ষণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বৈদিক বিধান অনুসারে জীবনাচরণই ধর্ম-চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' (*পূর্বমীমাংসা সূত্র,* ১.১.২)।

বৈশেষিক সূত্রে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিকে ধর্ম বলা হয়েছে-

'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যতোহভ্যুদয নিশ্রেযসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' (১.১.১-২)।

ইতিহাস ও পুরাণে ধর্ম শব্দঃ বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে বলা হয়েছে- ধারণাদ্ ধর্ম ইত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজা...তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চযঃ। (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ২.৬-৭)

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

অনুশাসন পর্বে মহাভারত 'অহিংসা'কেই পরমধর্ম বলে উল্লেখ করেছে- 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' (মহা-অনুশাসন, ১১৫.১)। ভগবান বুদ্ধও অহিংসাকেই পরম ধর্ম বলেছেন। বনপর্বে আবার বলা হয়েছে- 'আনৃশংস্যং পরমো ধর্মঃ' (মহা-বনপর্ব. ১.১০৮)।

পরিশেষে উল্লেখ্য ধর্মশব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ করা হয় Religion। কিন্তু Religion শব্দের অর্থ হয় পূজা-উপাসনা। ভারতীয় জীবনে পূজা বা উপাসনা ধর্মের একটা অঙ্গমাত্র। কিন্তু ধর্মশব্দে একটা পবিত্র অথচ পরিপূর্ণ জীবন বোধকেই বোঝায়। তাই ধর্মশব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে Religion শব্দটি বোধ হয় যথার্থ নয়। এই ভাবে ধর্ম বিবিধ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে সময়ে সময়ে। উপরোক্ত ধর্ম শব্দের বিস্তৃত আলোচনা সহায়ক হবে, যার সহায়তায় গীতায় ব্যাখ্যাত ধর্ম তত্ত্ব সুচারুভাবে পরিবেশিত হবে। যেহেতু ধর্মের অত্যন্ত সূক্ষ্ম গতির কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে। তেমনই এক প্রমাণ শাস্ত্র হল *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ধর্ম শব্দটি বহুভাবে বিধৃত হয়েছে। মেদিনীকোষ প্রভৃতিতেও ধর্মশব্দের অর্থ ক্রতু, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম। এছাড়া হেমচন্দ্র দানাদি কর্মকে বুঝিয়েছেন ধর্ম শব্দের দ্বারা। গৌরব পরিহারের জন্য *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* কেবল সেইসব ক্ষেত্র উল্লিখিত হল যেখানে সাক্ষাৎ ভাবে ধর্ম শব্দ উল্লিখিত। সেই সকল শ্লোকগুলির সংখ্যা সর্ব সাকুল্যে অনধিক দশটি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধর্মশব্দঃ সমগ্র গীতায় প্রথম ধর্ম শব্দটির উল্লেখ মেলে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে। এই শ্লোকে ধর্ম শব্দটি অপর একটি শব্দ ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। সেখানে ধর্মক্ষেত্র শব্দ কুরুক্ষেত্র নামক জায়গাকে সূচিত করছে। যেই স্থানে সূচনা হয় কুরুগণ ও পান্ডবগণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের। দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ কুরুনামক রাজার নামানুসারে এই পুণ্যভূমির নাম কুরুক্ষেত্র। শ্রুতিতে আছে, 'অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রম্' ইতি।

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয'।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১/১)

পার্থ নিজের সম্মুখে নিজের গুরু, ভাতৃবর্গ, প্রমুখদেরকে প্রতিপক্ষ দেখে বিচলিত এবং কিং কর্তব্য বিমূঢ়।

'কুলক্ষযে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মো'ভিভবত্যুত'॥ (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১ম অধ্যায়, ৩৯ নং শ্লোক)

SANATANODAYA সনাতনোদয়
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

যেহেতু যুদ্ধের ফলে বংশের নাশ পর্যন্ত ঘটতে পারে। আর বংশ নাশের ফলে কুল ধর্মের নাশ ঘটবে। আর কুল ধর্মের নাশ ঘটলে জাতিধর্মেরও নাশ হয় এবং বর্ণসঙ্করতার উৎপত্তি হয়। বর্ণসঙ্করের লক্ষণ *মনুসংহিতায়* (১০/২৪) এইরূপ প্রদত্তঃ

'ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা-বেদনেন চ।

স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জাযন্তে বর্ণসঙ্করাঃ' ॥

-বর্ণের ব্যভিচার (অধমবর্ণের পুরুষের সহিত উত্তমবর্ণের কন্যার বিবাহ) অবেদ্যাবেদন (মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহ) ও স্বকর্মত্যাগ (বর্ণানুযায়ী যে কর্ম, তাহার ত্যাগ) এই ত্রিবিধপ্রকারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

'আনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।

প্রাতিলোমোন যৎ জন্ম স জ্ঞেযো বর্ণসঙ্করঃ' ॥-*নারদসংহিতা*, ১২/১০২

সকল বর্ণের অনুলোম (অধমবর্ণের স্ত্রী ও উত্তমবর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহা বৈধ এবং প্রতিলোম (উত্তমবর্ণের স্ত্রী ও অধমবর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। ফলে পিণ্ডদাতা বৈধপুত্রের অভাববশতঃ শ্রাদ্ধ -তর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় পিতৃপুরুষেরা নরকে পতিত হন। তাই পার্থ এই অধর্মের ভয়ে ভীত ও শোকাভিভূত হয়ে রথের ওপর বসে পড়েন।[iv] তখন গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। অর্জুন নিজে প্রাজ্ঞের মতো কথা বললেও নিজে শোকাভিভূত। তাই ভগবান বলছেন- প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যু এবং জীবিতাবস্থায় তাহাদের অসদ্বৃত্ততা আমাদের দুঃখ- শোকের কারণ হয়; কিন্তু ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সদ্বৃত্ত এবং তাঁহাদের মৃত্যু নাই; কারণ পরমাত্মারূপে তাঁহারা অমর। অতএব, তাঁহারা শোকের কারণ নহেন। জীব পরমাত্মারূপে নিত্য।

'ন জাযতে ম্রিযতে বা কদাচিৎ

নাযং ভূত্বা'ভবিতা বা ন ভূযঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতো'যং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে '।[v]

অর্থাৎ, এই আত্মা কখনও জাত অথবা মৃত হন না। কারণ, পূর্বে অবস্থান না করেও পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে বিদ্যমান থেকেও পরে না থাকার নাম মৃত্যু; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনোটিই থাকে না। অর্থাৎ আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য; শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

হন না। এই বচনের অনুরূপ বচন ব্রহ্মসূত্রে, ২/৩/১৬-১৭ এবং কঠ উপনিষদে, ১/২/১৮-১৯ দৃষ্ট হয়। সাংখ্যযোগ নামক অধ্যায়ে ১১-৩০ নং শ্লোকের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ এবং অর্জুনের শোকসমূহ দূরীকরণের জন্য ৩২ থেকে ৩৮ পর্যন্ত শ্লোকে (যেহেতু অর্জুন ক্ষত্রিয়, তাই ধর্মের জন্য যুদ্ধ করাই তার স্বধর্ম, ধর্মের জন্য যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কাছে মঙ্গলকর আর কিছুই হয় না, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ অধর্মের নামান্তর) ইত্যাদি লৌকিক যুক্তি দেবার পর পরমার্থ দর্শনের উপসংহার পূর্বক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এর বিভাগ প্রদর্শন করে গীতা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বলেছেন – লোকে'স্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ [vi]

শ্রীভগবান বলিলেন- হে অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারিগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মিগণের জন্য কর্মযোগ- এই দুইপ্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে বলিয়াছি। যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম ও নিত্য কর্মসমূহ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষের সাধক হয়। কর্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠার প্রতি পরতন্ত্রভাবে মোক্ষের কারণ হয়, স্বতন্ত্রভাবে নয়। তাই উপনিষদ্ বলেন- ' বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন'[vii]।

মানুষ হোক বা জন্তু তা কোন না কোন ধর্মকে আশ্রয় করে চলে। ধর্ম ছাড়া ধর্মীর অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। যেমন অবয়ব ছাড়া অবয়বী। তেমনই এই জগতে ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর অবস্থান। যেমন ক্ষত্রিয়ধর্ম ক্ষত্রিয়েরই সম্ভব, যথাক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম হল ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। এই স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের থেকে উৎকৃষ্ট। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্ম অনুষ্ঠানে নিধনও কল্যাণকর; কিন্তু অন্যের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ হওয়ায় বিপজ্জনক।

'বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ- জাতি- কুল- ধর্মায়ুঃ- শ্রুত- বিত্ত- বৃত্ত- সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।'[viii]

অর্থাৎ, স্বকর্মনিষ্ঠ বর্ণিগণ ও আশ্রমিগণ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে পুণ্য ফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মের সহিত বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, ধর্ম, আয়ু, বিদ্যা, শীল, সম্পদ, সুখ ও মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গীতাতেও সমশ্রুতি শোনা যায়-

' শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'।। [ix]

ধৃতিঃ ক্ষমা দমো'স্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥[x]-

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী (সম্যক জ্ঞান, প্রতিপক্ষ ও সংশয়াদি নিরাকরণ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ- এই দশটি ধর্ম আচরণের দ্বারা সকলেরই শ্রেয় লাভ হয়। এরপর আসে শাশ্বত ধর্মের কথা যা একাদশ অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে ২৭ নং শ্লোকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ গীতামৃত পরিবেশনের দ্বারা অর্জুনকে স্বীয় কর্তব্যে স্থিত করেন। শ্রীভগবানের শিক্ষা ও উপদেশে সঞ্জীবিত অর্জুন বলেই ফেলেন-

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতো'স্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।(*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ১৮/৭৩)

এই ঐশী বাণী কেবল সেকালে নয় একালেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। কেবল স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিপ্লবের জন্য নয় বর্তমানে আমাদের দেশের সেনাবাহিনীদের জন্যও বটে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। নিজের দেশের জন্য সর্বোচ্চ বলিদানে উৎসাহ প্রদানের দ্বারা সৈনিক তার আত্মধর্ম পালন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে শুরু করে সকল বীর সন্তানেরা জানেন ও অন্তরের অন্তস্তল থেকে এ কথা স্বীকারও করেন।

অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ।

অনাশিনো'প্রমেযস্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ২/১৮)

অর্থাৎ, হে ভারত অর্জুন! আত্মা যে দেহে বাস করেন সেই দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও নিত্য এবং স্বপ্রকাশিত। অতএব যুদ্ধ কর।

সকল প্রকার অসত্য, অন্যায়, কাপুরুষতার, সকল প্রকার অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষই হল গীতার উদ্দেশ্য বা ধর্ম। ফলে উদ্ভব হবে এক নতুন সূর্যের যে তার সরস সজীব আলোয় ভরিয়ে তুলবে সমাজকে, গড়ে উঠবে এক নতুন পৃথিবী যার একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গর্ব অনুভবে হব আপ্লুত এবং সাক্ষী হব এক নতুন আদর্শ সমাজের যা হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শ্রী*মদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশে সঞ্জীবিত।

তথ্যসূত্র:

i. সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ধ্যান-৪ নং শ্লোক) ।

ii. https://tagoreweb.in/Verses/chitra-20/ebar-phirao-more-865

iii. যে যথা মামং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১১) ।

iv. এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১/৪৬) ।

v. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২/২০ নং শ্লোক।

vi. তদেব, (৩/৩) ।

vii. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/২।

viii. আপস্তম্ব স্মৃতি, (২/২/২/৩১)।

ix. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৩/৩৫) ।

x. মনুসংহিতা, ৬/৯২ ।

গ্রন্থপঞ্জি

অনির্বাণ। উপনিষৎ-প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড) । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬।

--।-। (দ্বিতীয় খণ্ড) । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

--।-। (তৃতীয় খণ্ড) । বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

অনির্বাণ। বেদ-মীমাংসা (১ম খন্ড) । কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬। মুদ্রিত।

অমরসিংহ। অমরকোশ। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি। অমরকোষ বা অমরার্থচন্দ্রিকা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

ঈশোপনিষদ্। সম্পা. যদুপতি ত্রিপাঠী। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন, ২০১৭ (দশম মুদ্রণ) (প্রথম প্রকাশ ২০০৬) । মুদ্রিত।

উপনিষদ্ (প্রথম ভাগ)। সম্পা. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৫ (অষ্টম মুদ্রণ) ।

উপনিষদ্। সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ) (অখণ্ড সং. ১৯৮০)

ঋগ্বেদ সংহিতা। অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। সম্পা. নিমাইচন্দ্র পাল। কলকাতা: সদেশ, ২০০৭। মুদ্রিত।

বেদান্তদর্শনম্। সম্পা. দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। কলিকাতা: বি. পি. এম.'স্ প্রেস, ১৩৭৬।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

ভট্টাচার্য, জনেশ রঞ্জন। ধর্ম শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন্, ২০১৬ (প্র. প্রকাশ) ।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও দীনেশচন্দ্রভট্টাচার্য্য। ভারতীয় দর্শন কোষ (বেদান্ত) তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় ভাগ) । কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৪।

---। ভারতীয় দর্শন কোষ (বেদান্ত) তৃতীয় খণ্ড (প্র. ভাগ)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

মনুসংহিতা। সম্পা. উপেন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায় ও প্রকা. সতীন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায়। কলকাতাঃ বসুমতী-কার্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অনু.গায়ত্রী বন্দোপাধ্যায়। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস, ১৪১২ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

---। অনু. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। সম্পা. স্বামী জগদানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২৪ (১২তম পুনর্মুদ্রণ) (৯ম সং. ২০১৯)। মুদ্রিত।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস (প্রথম ভাগ)। সম্পা. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশক, নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। ঢাকা: (শ্রী শঙ্কর মঠ), ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ